কৈলাস ভ্রমণ কথা

চন্দ্রা মজুমদার

শোন সবে ভক্তিভরে ভ্রমণ কথন।
চন্দ্রা নাম্নী বালা এক করিল বর্ণন।।
বহুদিন হতে মনে ছিল এক আশা।
যাইব যেখানে আছে শঙ্করের বাসা।
পার্বতীর সাথে শিব ভ্রমেণ রঙ্গেতে।
হঠাৎ আসিল ডাক সেই পথে যেতে।।
বাক্স পেঁটরা বাঁধি হইয়া প্রস্তুত।
উঠিলাম গাড়ি পরে বড়ই অদ্ভুত।।
ভীতিযুক্ত চিত্তে তবে ইতিউতি চাই।
কতক্ষণে সঙ্গীগনে সংগে দেখা পাই।
হুগলী স্টেশনে দেখি লোক উঠে কত।
সঙ্গীদলও উপস্থিত ঠিক কথা মত।।
অগ্রে চলে মীরাদেবী পিছে জ্যোর্তিময়।
সঙ্গে সাথী শিব পাশে শক্তি যথা রয়।।
গুণময় নাই কেন মনে জাগে চিন্ত।
হাওড়া নামিয়া দেখি বিকশিত দন্ত।।
একে একে যাত্রী সব হইলা হাজির।
মেজাজেতে কেহ রাজা কেহ বা উজির।।
অগ্রেতে থামেন আসি সন্দীপ ছড়িদার।
যাত্রীগণে একে একে দেন উপহার।।
ট্রেনে চাপি খাওয়া দাওয়া মজা মন্দ নয়
হাসি খুসি আলাপেতে কাটিল সময়।।
দুইরাত এইমতো গাড়িতে বিহার।
সংসারের বাহিরে আর এক সংসার।।
ভোরের কালকা যেন নবীন কিশোরী।
হাতছানি দিয়ে ডাকে এসো ত্বরা করি।।
*শিবালিক যেন এক আনন্দ নগরী।
নিশ্চিন্ত আরামেতে চক্ষু বন্ধ করি।।
নয়ন মেলিয়া আহা ভ্রমি এই পথে।
যেন চলে মেঘনাদ বায়ু মার্গ রথে।।
এ যদি দেখা বাকি এ ভব সংসারে।
শুধু কেন দুটি চক্ষু মানবের তরে।।
সিমলা পাহাড়বাণী বলেন রসিক।
সংখ্যায় অধিক দেখি বানর নাগরিক।।
**জাখুরা উচ্চ চূড়া দেব হনুমান।
ভক্তে বলে কীর্তিকথা করে জয়গান।।
সারহান পৌঁছাইতে হইল বেলা শেষ।
গোধূলির আলোকেতে হেরি অনিমেষ।
কৈলাসের কোলে রয় মানব বসতি।
ভীমাকালি কোমলাঙ্গী সুবর্ণ মূরতি।।
সাংলার জঙ্গলে নির্জন স্বাদ।
হোটেলে নামিয়া হয় পরম আহ্লাদ।।
শীতের কামড়ে সব হয় জড়সড়।
নিকটে বাগানে দেখি ফল বড় বড়।।
আপেলের ক্ষেত দেখি হরষিত চিত্ত।
লম্ফদানে জনাকয় সংগ্রহেতে মত্ত।।
ফল লইয়া হাতে হাতে করে হুড়াহুড়ি,
কেহই রহে না বাকি বুড়া কিম্বা বুড়ি।।
স্বর্গের ফল আহা ধুলাতে লুটায়।
দেখি তাই যাত্রীগণে করে হায় হায়।।
মনে মনে ছিল বাঞ্ছা হয়তো কখন।
কিন্নরী নয়ন সাথে মিলিবে নয়ন।
কিন্নরী থাকেন যেথা কল্পা নামে গ্রাম।
অবসর নাই তার সারাদিন কাম।।
তক্কে তক্কে ছিল সেথা যত যাত্রীগণ।
একটু সুযোগে যদি হয় আলাপন।।
মন দেওয়া মন নেওয়া অত কি সহজ।
হৃদয় আগায় যদি পিছায় মগজ।।
বিদায় লওযার বেলা হইল নিকট।
ক্যামেরায় ধরে রাখে গোটা কয় সর্ট।।
পিছনে রহিল যত কিন্নরীর দল।
সারি সারি যেন সব মাকালের ফল।।
কাজায় সকলে মোরা ছিলাম মজায়।
মাঝে মাঝে কাজিয়া আছিল বজায়।।
কত যে পাহাড়পথ বরফের চূড়া।
নীলাকাশ সাদা মেঘ সকলই অধরা।।
উন্মাদ শতদ্রু নদ ঝাঁপ দেয় খাতে।
কখনও বা শান্তশিষ্ট চলে সাথে সাথে।।
বসপার নদীপথ চলে আঁকাবাঁকা।
সুশোভন দেবদারু ঢাকা উপত্যকা।।
অসংখ্য পাহাড়ী ঝোরা ঝরে অবিরত।
ছোট ছোট ঘরবাড়ি খেলনার মত।।
প্রভাত রবির ছ'টা কুয়াসা আবরণ।
কৈলাস অতঃপর দিলেন দর্শন।।
আদিদেব মহাদেব কৈলাসধাম।
মনে মনে যুক্ত করে জানাই প্রণাম।।
দুর্গম যাত্রাপথ বিপদ সঙ্কুল।
তিব্বতের সানুদেশে গ্রাম ছিটকুল।।
শতদ্রুর নীলজল আকাশ ঘন নীল।
মানুষে মানুষে শুধু কেবলই অমিল।।
নাকো লেকে নামি সবে হইল হতাশ।
শ্বাসকষ্টে কতজনা করে হাঁসফাঁস।।
তাবোড় পথেতে ছিল চরম বিপদ।
পাহাড়ের ধ্বস নামি রুদ্ধ হইল পথ।।
বৌদ্ধ মঠে রাত্রিবাস পোহালো রজনী।
দেবতার কৃপা পেয়ে দূর হইল গ্লানি।।
আবার চলহ সবে তোলহ নোঙ্গর।
এবারের লক্ষ তবে মানালি শহর।।
উৎফুল্ল যাত্রীসব হরষিত চিত্ত।
বোকাগুলি জানে না যে হবে রিক্ত বিত্ত।।
রোটাং এর গিরিপথ বরফশূন্য দশা।
ঘুরিতে ফিরিতে মনে জাগিল হতাশা।
ব্যাসমুনি কমণ্ডলু হইতে বাহির।
চলিল বিপাশা নদী ধারা তিরতির।।
একদা দেখেছি তার প্রথম যৌবন।
শীর্ণমূর্তি হেরি তার দমে যায় মন।।
উৎসব মুখর যেন মানালি শহর।
নামমাত্র হলো শুধু কেনার বহর।।
দুইদিন ধরে চলে এইমত রঙ্গ।
এবার স্মরণে আসে হবে যাত্রাভঙ্গ।
অতিভোরে যাত্রীগণে প্রস্তুত হইয়া।
চড়িল গাড়ির প'রে পোঁটলা লইয়া।।
পথমাঝে দৃশ্য দেখা খাদ্য খাওয়া চলে।
রথ দেখা কলা বেচা ইহাকেই বলে।।
গভীর রাতের গাড়ি সকলে নিশ্চিন্ত।
অধিক সময় তার কাটিবে ঘুমন্ত।।
বাদবাকি সময়েতে খাওয়া দাওয়া কত।
হাস্য পরিহাস আর ফষ্টিনষ্টি যত।।
ঘোর অন্ধকারে পৌঁছে স্টেশন আসানসোল।
বাঁধাবাঁধি শেষ এবে স্তব্ধ কলরোল।।
অচিরেই বর্ধমান কিসের ইঙ্গিত।
এবারের মত তবে যাত্রা স্থগিত।
সকালে নরম আলো সুবাতাস বয়।
বিদায় লওযার তবে হয়েছে সময়।।
প্রথম বিদায় লন স্বয়ং ছড়িদার।
স্মিত মুখে লেগে থাকে রহস্য অপার।।
অপূর্ব ভ্রমণ কথা পাঁচালীর ছন্দ।
গুণীজন কহ এবে ভালো কিম্বা মন্দ।।

ফুট নেট — *মীরা, জ্যোতির্ময়, সাথী , গুণময়— ভ্রমণসঙ্গীর নাম / শিবালিক — ট্রয়ট্রেন— কালকা সিমলা *** সিমলা পাহাড় চূড়ায় হনুমান মন্দির

সৃষ্টিসন্ধান